করেছেন।

সামন্ততন্ত্রের উৎস ও উৎপত্তি সংক্রান্ত বিতর্ক

মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাসের এক বৃহত্তর পরিচয় ছিল সামন্ততন্ত্র। ইংরেজি পরিভাষায় যাকে বলা হয়, ফিউডালিজম (Feudalism)। এই ফিউডালিজম শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে লাতিন শব্দ ফিওডালেস (Feodales) এবং ফরাসি শব্দ ফেওডালিত (Feodalite) শব্দ থেকে। সামন্ততন্ত্রের উৎস রূপে রোমান অথবা জার্মান—কোন্ উপাদানের গুরুত্ব বেশি ছিল, তা নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে প্রথম বিতর্কের সূচনা হয়। আজও এই বিতর্কের রেশ বর্তমান।

ফ্রান্সে এই বিতর্কে অংশগ্রহণকারী দু'জন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন—বুলঁভিয়ের এবং অ্যাবে দুবে। বুলঁভিয়ের জার্মান তত্ত্ব উত্থাপন করেন, আর অ্যাবে রোমান তত্ত্বের অবতারণা করেন। আধুনিক গবেষণায় এই দুই তত্ত্বের মীমাংসার লক্ষ্যে খ্রিস্টীয় নবম

শতককে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের পটভূমি বলে ধরা হয়। বস্তুত, সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি ও উৎসের মধ্যে একদিকে যেমন রোমান যুগের 'আনুগত্য প্রথার' (client-patron policy) অনুসন্ধান করা যায়;অন্যদিকে তেমন জার্মান প্রশাসনে কমিটেটাস (Comitatus) নামক যোদ্ধা শ্রেণির বিশেষ প্রথাকে সামন্ততন্ত্রের উৎসরূপে বিবেচনা করা হয়। অতীতে এই জার্মান কমিটেটাসগণ স্বেচ্ছায় একজন দলপতির নেতৃত্বে নিজেরা অধীনস্থ ও ঐক্যবদ্ধ হত, দলপতির হয়ে তারা লড়াই করত। দলপতির প্রতি তাদের আনুগত্যের বন্ধনও ছিল অটুট।

তবে খ্রিস্টীয় নবম শতকে মেরোভিঞ্জীয় যুগের বিশৃঙ্খল ও অরাজকর পরিস্থিতিতে সামন্তপ্রথার উদ্ভব ঘটেছিল কি-না তা নিয়েও ঐতিহাসিক গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে বেলজিয়ামের গবেষক হেনরি পিরেন (*Henry Pirenne*) এর বক্তব্য উল্লেখ করা যায়। ১৯২২ খ্রিঃ প্রকাশিত Muhammad and Charlemagne নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক পিরেন সামন্ততন্ত্রের উৎস বিষয়ক এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীকে তিনি সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের কাল বলে চিহ্নিত করেছেন। বস্তুত সপ্তম শতাব্দীর ইউরোপে ভূমধ্যসাগরের তিন উপকূলে ইসলামের রাজনৈতিক আধিপত্যের আবির্ভাব ঘটে। এতে ইউরোপীয় সমুদ্র বাণিজ্য এবং নগর সভ্যতা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধ্যাপক *ইবন খালদুন* লিখেছেন যে, ভূমধ্যসাগরে তখন ইসলামীয় আধিপত্য এতটাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা তাতে একটি তক্তাও ভাসাতে পারতেন না।

ভূমধ্যসাগরের সমুদ্রপথে আরব ইসলামদের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের ফলে ইউরোপীয় অর্থনীতি অষ্টম শতাব্দীর গোড়াতে কৃষি নির্ভর হয়ে পড়ে। বাণিজ্যের গতি কমে আসে;ইউরোপে এক নির্গমহীন রুদ্ধ অর্থনীতি (Economy of no outlets) দেখা দেয়। সামাজিক উদ্বৃত্ত (Social Surplus) হ্রাস পেতে থাকে। ইউরোপের অর্থনীতি থেকে কার্যত স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন উঠে যায়। পশ্চিম ইউরোপ তার বাণিজ্যিক গতি হারিয়ে কৃষিজমিকে জীবনধারণের একমাত্র সম্বল এবং সম্পদের মাপকাঠি রূপে ধরে নেয়। ধনী-দরিদ্র-ভূমিদাস সকলে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের প্রায় মধ্যভাগে ইউরোপে এই চেহারা প্রকট হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিশেষ সামরিক ও প্রশাসনিক কাঠামোয় পুনর্বিন্যাস করা হয়, যা 'সামন্ত ব্যবস্থা' নামে পরিচিত হয়। এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রভূত ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হয়ে নগদে রাজস্ব আদায় করে এবং পর্যাপ্ত সামাজিক উদ্বৃত্তের উপর নির্ভরশীল হয়। তাছাড়া ভবিষ্যতে যাতে পরিবর্তিত ব্যবস্থার চালিকাশক্তি রূপে উদয় হওয়া যায়;সেদিকেও নজর দেওয়া হয়।

অধ্যাপক পিরেনের সমসাময়িক আর একজন প্রখ্যাত জার্মান ঐতিহাসিক আলফন্স ডশ্ (*Alfons Dopsch*) খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধকে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব কাল বলে উল্লেখ করেছেন। এই সময়ে দক্ষিণ ইউরোপে আরবীয় ইসলাম, পশ্চিমে ম্যাগিয়ার এবং উত্তরে ভাইকিংদের ক্রমাগত আক্রমণের মোকাবিলা করতে পশ্চিম ইউরোপ ব্যর্থ হয়। বহিঃশত্রুর নিয়মিত আক্রমণ ও অবাধ লুঠতরাজ

ইউরোপের ব্যবসা বাণিজ্যের গতি বিপর্যস্ত করে। এই নিদারুণ নিরাপত্তাহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় অর্থনীতি পুরোটাই কৃষি নির্ভর হয়ে পড়ে। সকল সামাজিক প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তিভূমি হয়ে দাঁড়ায় জমি নির্ভর। এই নতুন রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে জন্ম নেয় ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্র।

১৯৪০ এর দশক থেকে ইউরোপের সামন্ততন্ত্রকে রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ণ করার প্রবণতা দেখা দেয়। এই প্রবণতার পুরোভাগে ছিলেন দুই ফরাসি ঐতিহাসিক মার্ক ব্লক্ (*Marc Bloch*) এবং ফ্রাঁসোয়া গান্‌শফ (*Francois Ganshof*)।

ঐতিহাসিক মার্ক ব্লক্ ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের পতনের সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার উপর আলোকপাত করেন। তাঁর মতে, নবম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ৮৪৩ খ্রিঃ ভার্দুনের চুক্তি (Treaty of Verdun) অনুসারে শার্লামেনের সাম্রাজ্য তাঁর বংশধরদের মধ্যে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এতে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। সম্রাট শার্লামেনের অধীনে যে প্রতাপশালী কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে বিস্তৃত হয়েছিল, তা তিনটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজ্যে পরিণত হয়। কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দুর্বলতার কারণে একদিকে যেমন ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের গতি কমে আসে; অন্যদিকে তেমন আরব, ভাইকিং, ম্যাগিয়ারদের বারংবার আক্রমণের সামনে ইউরোপে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি দুর্বল ও কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব কার্যত অনুপস্থিত হয়ে পড়ে। তিন দিক থেকে বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলে যে চরম বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়, তা দূর করতে এগিয়ে আসে তৎকালীন স্থানীয় নেতৃবর্গ ও ভূমধ্যকারী সম্প্রদায়। নিজস্ব উদ্যোগে এরা সেনাবাহিনী গড়ে তুলে নিজ প্রভাবাধীন অঞ্চলে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেন, যা অচিরেই 'সামন্ততন্ত্র' নামে পরিচিত হয়। এই প্রক্রিয়ার অনুকূল দুটি উপাদান ছিল—

(১) সামন্তপ্রভুর প্রতি অধীনস্থ প্রজাদের আনুগত্য প্রদর্শনের রীতি (Vassalage)

(২) এই আনুগত্য প্রদর্শনের বিনিময়ে প্রাপ্ত ভূখণ্ড (Fief)।

অধ্যাপক ব্লক্ মনে করেন, সামন্ততন্ত্র প্রকৃতপক্ষে Vassalage ও Fief এর যৌথ প্রক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট একটি রাজনৈতিক সামরিক ব্যবস্থা, যেখানে কোনও সামন্ত তার প্রভুর দেওয়া জমির স্বত্বের বিনিময়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতেন।

ব্লকের মতে, এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা পুরোনো ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে দেখা যায়। অবশ্য এই সময় 'মনোরিয়ালিজম্' (Monorialism) নামে এক ধরনের বৃহত্তর রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব সামন্ততন্ত্রের গঠন-কাঠামোকে বেশ অনুকূল করে। এই মনোরিয়ালিজম্ ছিল এমন এক বিশেষ ব্যবস্থা, যেখানে সামন্তপ্রভু (landlord) তাঁর মৌজার (Manor) অন্তর্গত সকল কৃষক ভূমিদাসদের ওপর শাসন, আইন, বিচার ও রাজস্ব-আদায় অধিকার ভোগ করতেন, বিনিময়ে ভূমিদাসরা পেত জীবনের নিরাপত্তা ও জমিতে বসবাসের অধিকার। মার্ক ব্লক অবশ্য মনোরিয়ালিজম্‌কে সামন্ততন্ত্রের অঙ্গরূপে মনে করেননি। কারণ খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বেও এই ব্যবস্থার

অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। তাই নবম থেকে দ্বাদশ শতকের বৃহত্তর সামন্ততন্ত্রে এটি বিশেষ উপাদান হয়ে ওঠেনি।

অধ্যাপক *গানশফ* সামন্ততন্ত্রের উৎস অনুসন্ধানে মার্ক ব্লকের ন্যায় সামন্ত সমাজের (Feudal Society) পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনায় রাজী নন। Feudalism নামক গ্রন্থে তিনি সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তাঁর কাছেও সামন্ততন্ত্র ছিল fief এবং vassalage এর যৌথ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট এক সামরিক- রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এর শুদ্ধরূপ তিনি নবম-দ্বাদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপের ঐতিহাসিক সমাজ বিবর্তনে লক্ষ্য করেন।

১৯৫০-এর দশকে ফরাসি আঞ্চলিক ইতিহাস-গবেষক জর্জ দুবে (*Georges Duby*) সামন্ততন্ত্রের উৎস সন্ধানে এক জোরালো যুক্তি প্রদান করেন। তাঁর মতে, সামন্ততন্ত্র নেহাৎই fief-vassalage সম্বলিত কোন সামরিক রাজনৈতিক কাঠামো ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে শাসন ও বিচার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন হবার পরিবর্তে প্রভাবশালী ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। সামন্ত সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে তিনি বিভিন্ন আঞ্চলিক আইনকে একক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানে বলবৎ করার কথা প্রকাশ করেন। ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্কট ও সামন্ত শক্তির পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারকে দুবে সামন্ততন্ত্রের প্রকৃত চরিত্র বলে ব্যাখ্যা করেন। এই নিরিখে ৯৮০-১০৩৩ খ্রিঃ মধ্যে ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের সূচনা হয় বলে তিনি চিহ্নিত করেন।

এইভাবে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও উৎস সন্ধানে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মধ্যে ঘনীভূত বিতর্কের আজও কোনো ঐক্যমত্য সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়নি। তবে সামন্ততন্ত্র বলতে যে বিশেষ আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝায়, তার উৎস খ্রিস্টীয় দশম শতকের মধ্যেই নিমজ্জিত ছিল বলা যায়। প্রাচীন রোমান ও জার্মান রীতির সংমিশ্রণে খ্রিস্টীয় নবম-দ্বাদশ শতকের মধ্যেই তা বিশেষ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াজাত হয়ে আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে কঠিনতর আঞ্চলিক প্রশাসনে পরিণত হয়।